# মানবাধিকার দারিদ্র্য ও অশিক্ষা

দারিদ্র্য ও অশিক্ষা মানুষের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করিয়া ফেলে। দারিদ্র্যের অভিশাপ এবং অশিক্ষার অন্ধকার ব্যক্তি-মানুষকে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করে। এই বিষয়ে সবিশেষে গুরুত্ব আরোপ করিয়া নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদরদফতরে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্টারিয়ানদের মিলেনিয়াম সম্মেলনে বক্তাগণ একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে, দারিদ্র্য ও অশিক্ষা দূর করা ছাড়া মানবাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব নহে। নূতন সহস্রাব্দে মানবজাতিকে সেইসকল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইতে হইবে সেগুলির স্বরূপ নির্ধারণ ও মোকাবিলার উপায় নিরূপণের জন্য জাতিসংঘ একাধিক শীর্ষসম্মেলনের আয়োজন করিয়াছে। পার্লামেন্টারিয়ানদের মিলেনিয়াম সম্মেলনও এই আয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বের শতাধিক দেশের পার্লামেন্টের স্পিকারগণ সম্মেলনে বক্তব্য পেশকালে মানবাধিকার, শান্তি ও নিরাপত্তা, অভ্যন্তরীণ সংঘাত, গোষ্ঠীগত সমস্যা, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক বিকাশ এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নকে নূতন শতাব্দীর মূল এজেন্ডা বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন।

বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ও স্বীকৃত দিনপঞ্জি অনুযায়ী নূতন শতাব্দী ও নূতন সহস্রাব্দে পদার্পণ মানবজাতির জন্য অবশ্যই এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই লগ্ন প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগপ্রাপ্ত আমরা সকলে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করিতে পারি। এই ক্রান্তিকালে মানব সভ্যতার এতদিনকার অর্জন ও ব্যর্থতাসমূহ নূতনভাবে মূল্যায়ন করা এবং তাহার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের জন্য দিক-নির্দেশনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ স্বাভাবিক। আন্তর্জাতিকভাবে সেই চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে ইহা আশার কথা। একটি বিষয় স্বীকার করিতে হইবে যে, বিংশ শতাব্দীতে মানবজাতি সার্বিক অগ্রগতির যে মহা উল্লম্ফন প্রত্যক্ষ করিয়াছে অতীতে কখনও তাহা কল্পনা করা যায় নাই। বিশেষ করিয়া শতাব্দীর শেষের দশকগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অর্জিত অভাবিতপূর্ব সাফল্য মানুষের চিন্তা ও আচরণে ঘটাইয়াছে গুণগত মৌলিক পরিবর্তন। কিন্তু এতসব সাফল্য ও অগ্রগতি সত্ত্বেও এই শতাব্দীতে লজ্জায় অধোবদন হইবার মতো ঘটনা মানব জাতির ললাটে কম ঘটে নাই। মানবাধিকার লঙ্ঘনের নৃশংস বহু ঘটনা এখনও দেশে দেশে ঘটিয়া চলিয়াছে। মানুষের ন্যূনতম মৌলিক অধিকার সার্বজনীনভাবে চিহ্নিত ও স্বীকৃত হইয়াছে এই কথা সত্য। এই সকল অধিকারের পরিধি সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন দেশে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামসমূহে নানান পদক্ষেপ নেওয়া হইতেছে ইহাও সত্য। পাশাপাশি সমান সত্য হইতেছে এই যে, কল্যাণব্রতী হরেক উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ সত্ত্বেও মানবজাতির একটি বিরাট অংশ এখনও চরম অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার মাঝে দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে। সবচাইতে বেদনার কথা, মানব সমাজের এই হতভাগ্য অংশ যে কতটা বঞ্চনার শিকার সেই বোধটুকুও তাহাদের অনেকের মধ্যে নাই। বিশ্ব জনসংখ্যার এক বিপুল অংশের হতশ্রী দশকে বাকী অংশের চোখ ধাঁধানো অগ্রগতির জন্য অনিবার্য ধরিয়া লইলে মানব সভ্যতার সাফল্য লইয়া আনন্দে বগল বাজাইবার মতো আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তাই আজ বিশ্ব পরিমণ্ডলে ধ্বনি উঠিয়াছে যে, সকলের জন্য মানবাধিকার যে কোন মূল্যে নিশ্চিত করিতে হইবে।

পার্লামেন্টারিয়ানদের মিলেনিয়াম সম্মেলনে দারিদ্র্য ও অশিক্ষাকে সার্বজনীন মানবাধিকারের প্রধান শত্রু হিসাবে যথার্থভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। স্বল্পোন্নত এবং অশিক্ষার ভারে পীড়িত দেশ হিসাবে আমরা উভয় সমস্যার ব্যাপকতা সম্পর্কে সাম্যক ওয়াকিবহাল। দারিদ্র্য এবং অশিক্ষার অন্ধকার বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের পথে বাধার নিরেট প্রাচীর তৈরী করিয়াছে। এই প্রাচীর ভাঙিতে না পারিলে বিশ্বসভায় উন্নত দেশ হিসাবে সম্মানজনক আসন লাভের আশা দূরাশামাত্র। তদুপরি অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত কোন সমাজের পক্ষে নিজেদের অধিকার লইয়া সংগ্রাম করা সম্ভব নহে। ফলে মানবাধিকর লংঘনের ঘটনা প্রতিকারহীনভাবে অব্যাহত রহিয়াছে। সুতরাং, মানবাধিকার নিশ্চিত করিয়া উন্নয়নের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইলে আমাদেরকে অবিলম্বে দারিদ্র্য বিমোচন ও অশিক্ষা দূরীকরণের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে।